দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 08 MAR 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪

মায়ের কোলে চড়ে স্কুলে যায় সতের বছরের জেসমিন

■ মো. আমিরুজ্জামান, সৈয়দপুর (নীলফামারী) সংবাদদাতা

জেসমিনকে দেখে যে কেউ শিশু ভেবে ভুল করতে পারে। জন্মগত ত্রুটির কারণে জেসমিনের বয়স বাড়লেও সে অনুপাতে শারীরিক বৃদ্ধি ঘটেনি। দেখতে সাত-আট বছরের শিশু মনে হলেও জেসমিনের প্রকৃত বয়স ১৭। এ বয়সে স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরার কথা থাকলেও জেসমিন এখনো নিজের পায়ে চলতে পারে না। এমনকি বসতে গেলেও একটি ছোট পিঁড়ির সাহায্য লাগে। সকল প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে এগিয়ে যাচ্ছে জেসমিন। মায়ের কোলে চড়েই স্কুলে যাওয়া-আসা করে। ২০১৫ সালে বাড়ির পার্শ্ববর্তী পূর্ব বাগিচা মোল্লাপাড়া আনন্দ স্কুল থেকে ৫ম শ্রেণি পাস করেছে। গ্রামে কোন উচ্চ বিদ্যালয় না থাকায় এবার দূরের স্কুলে ভর্তি হতে হবে। কিন্তু দূরের রাস্তায় চলাচলের জন্য প্রয়োজন একটি হুইল চেয়ার। দারিদ্র্য পিতার হুইল চেয়ার কেনার সাধ্য নেই বলে এবছর এখনো ভর্তি হতে পারেনি কোথাও।

সৈয়দপুর (নীলফামারী): শারীরিক প্রতিবন্ধী জেসমিন অন্যের সাহায্য ছাড়া চলাফেরা করতে পারেন না। তাই একটু বসতে হলেও তাকে সাহায্য নিতে হয় -ইত্তেফাক

সৈয়দপুর উপজেলার কাশিরাম বেলপুকুর ইউনিয়নের চওড়া বালাপাড়া গ্রামের জিকরুল হকের বড় মেয়ে জেসমিন। মেয়েকে নতুন স্কুলে ভর্তি ও যাতায়াত নিয়ে জিকরুলের কপালে এখন চিন্তায় ভাঁজ পড়েছে। জিকরুল জানান, জেসমিন জন্মের পর অস্বাভাবিক মনে হওয়ায় দিনাজপুরে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে বলেছিল। কিন্তু হাতে টাকা-পয়সা না থাকায় মেয়ের চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়নি।

এ ব্যাপারে জেসমিনের মা শাহনাজ বেগম বলেন, মা হিসাবে মেয়েকে ফেলে দিতে পারি না। কষ্ট হলেও মেয়েকে কোলে করে স্কুলে দিয়ে আবার ছুটির পর নিয়ে এসেছি। এমনকি উঠাবসা, বাথরুম সবকিছু আমার সাহায্য ছাড়া করতে পারে না। মেয়ের সাহায্যার্থে কোন সহৃদয় ব্যক্তি এগিয়ে আসলে আমার কষ্টটা কিছুটা হলেও কমবে।

জেসমিন লেখাপড়া শিখে ডাক্তার হতে চায়। কান্নাজড়িত কণ্ঠে সে জানায়, শুনেছি অনেক এনজিও প্রতিবন্ধীদের সহযোগিতা করে। টাকার অভাবে এবছর এখনো ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারেনি। আমার পড়ালেখায় কেউ সাহায্য করলে আমি অচল হয়েও একদিন নিজে চলার ব্যবস্থা করতে পারব।